সর্ষের মধ্যে ভূত, বাপের পেটে পুত

নব পর্যায় গ্রামবার্তা প্রকাশিকা তৃতীয় বর্ষ, দ্বাদশ সংকলন
সম্পাদক - সাধন পাণ্ডা

নিজস্ব সংবাদদাতা : বেলবনি, ৩রা সেপ্টেম্বর— বেলবনি, জামুরিয়া, নাকুড়ডি— তিন গ্রামে গত এক বছরে ঘটে যাওয়া ভয়ঙ্কর এগারটি ডাকাতির চাঁই যুধি সর্দার কাল ধরা পড়ল বেলবনি দু'নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির প্রধান দুলাল পাত্রর গোয়াল ঘর থেকে। সাদা পোষাকের পুলিশ রাত বারোটা আন্দাজ খবর পাঠায় আসনবনি থানার বড়বাবুকে। তিনি দলবল নিয়ে আচমকা হানা দেন। দুলাল পাত্র সরাসরি জানিয়ে দেন তাঁর গোয়ালঘর বসতবাটি থেকে তেত্রিশ হাত দূরে; সেখানে কে রাতের বেলা লুকিয়ে আছে তাঁর পক্ষে জানা সম্ভব নয়, এসবই বিরোধী পার্টির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতক পুলিশের অশুভ আঁতাত, এরা আমাকে পঞ্চাৎ ভোটের মুখে হেনস্থা করতে চায়। জনগণই এ মিথ্যা চক্রান্তের জবাব দেবে বলে তিনি বিশ্বাস রাখেন।

বড়বাবু প্রদীপ বিশ্বাস, থানায় এই সাংবাদিককে জানান, যুধি পুলিশের চোখতে শেষ পর্যন্ত ফাঁকি দিতে পারল না। তাকে জেল হাজতে রাখা হয়েছে, স্বীকারোক্তি আদায় করা হচ্ছে। এখনই এ ব্যাপারে কিছু বলা যাবে না। তবে দুলালের সঙ্গে যুধির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যে ছিল তা নিয়ে কোনও সন্দেহ প্রায় নেই। গোয়ালঘর থেকে পুলিশ কয়েকটি বিলিতি মদের বোতল, দুটি পাইপ গান, তিনটি ভোজালি, নগদ তেত্রিশ হাজার টাকা আর কিছু সোনাদানা উদ্ধার করেছে। অনুমান, সে বেশ কিছু দিন যাবৎ এখানে ডেরা বেঁধেছিল। ঐ গ্রামের নকুল কয়েকদিন আগে ভোর রাতে পেটে মোচড়, পায়খানা যাচ্ছিল— হঠাৎ গোয়ালঘর থেকে আলোর নড়াচড়া, কথাবার্তার ফিস্‌ফিসানি শুনতে পায়, সে দুলালবাবুকে ডাক দেয়, হঠাৎ আলো যায় নিবে। দুলাল দোতলা থেকে নেমে নকুলকে ধমক দেয়, নিজে গোয়ালঘরে থেকে ঘুরে এসে, ভোর রাতে ঘুম ভাঙিয়ে দেবার জন্য বিস্তর গালাগাল দেয়। ক্ষিপ্ত নকুলই পুলিশকে ডেকে এনে দুলালের কীর্তি ফাঁস করেছিল। একেই বলে সর্ষের মধ্যে ভূত, বাপের পেটে পুত।

দুলালের পার্টি অবশ্য এসব অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে চলেছে— তিনি এলাকার প্রধান নেতা; হাইস্কুলের শিক্ষক ও মহান সমাজসেবী। তাঁর পক্ষে একটা লোফার ডাকাত তথা সমাজবিরোধীকে আশ্রয় দেবার অভিযোগ সর্বৈব মিথ্যা। তা ছাড়া নামে গোয়াল হলেও, অনেকদিন হল দুলালের পরিবার ডেবরা শহরে নতুন বাড়িতে উঠে যাবার পর তিনি গাই গোরু সব বেচে দিয়েছেন। পোড়ো বাড়িতে, পঞ্চায়েত প্রধানের হাতার মধ্যে নিজ ইচ্ছায় লুকিয়ে ডাকাতি - রাহাজানি করবার সাহস যুধির নেই। কে বা কারা এ চক্রান্তের পেছনে আছে তাঁরা শিগগিরি খুঁজে বার করবেন। দুলালকে গ্রেপ্তার করতে এলে তাঁরা থানা ঘেরাও করার হুমকি দিয়ে রাখলেন।

আজ ভোরে নকুলের ঝাঁশঝাড়ে আগুন লেগে বহু বাঁশ নষ্ট হয়ে গেল; আগুন যখন ঘড়ের গাদা ছাই করে বসতবাটির দিকে লকলকে জিভ বার করে এগোচ্ছে, তখন টের পেয়ে গ্রামবাসীরা বালতি হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ যাত্রা নকুলের পরিবার প্রাণে বেঁচে গেল।

।। চাল চালাকি।।

নিজস্ব প্রতিবেদন : 'মিড ডে মিল' চালু হয়ে এখন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে বেসামাল ভর্তির ভিড়। রামা শ্যামা মোদো মোধো, সব্বাই তাদের আণ্ডাবাচ্চাদের স্কুলে পাঠাতে চায়। এদিকে স্কুলবাড়িগুলি যেন ভূতের আস্তানা। ঘুপচি ঘরে, উপচে পড়া ভিড়ে মাস্টার মশাই বেত হাতে তিড়িং বিড়িং লাফাচ্ছেন, পড়াবেন কখন, অভিভাবক কমিটিকে কলা দেখিয়ে তেনারা যেমন আসতেন, ওরকমই হপ্তায় দু'তিন দিন সই করে, চেঁচিয়ে মেচিয়ে চলে যান। জামুরিয়া শীতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জর্নাদন পাল জানালেন— ভিড় দেখে ঘাবড়ে যাবেন না; আজ স্কুল থেকে চাল দেওয়া হবে, তাই ছানা - পোনা সব হাজির। বই নয়, খাতা সেলেট নয়, ওরা এনেছে থলি। চাল নিয়ে এই যে গেল, আবার সেই আসছে হপ্তায় ঠিক চাল বিলির দিন। এলেও পড়াব কি করে? মাস্টার বলতে দু'জন। ঘর সাকুল্যে দু'টি। একটি আবার চাল নেই। অনেক বলেছি, মুখ ব্যথা হয়ে গেল। আর তিনটে বছর চাল বিলি করে, ভোটার তালিকা বানিয়ে, জন গণনা করে কাটিয়ে দিলে পেন্‌সন। তাও আবার রাজ্যের দেউলিয়া অবস্থা—কি হবে কে জানে।

।। জীবন্ত খেজুর —বুজরুকি না বিজ্ঞান?।।

প্রতিবেদক— সারোয়ার হোসেন:

একবিংশ শতাব্দীর বিস্ময়, জীবন্ত খেজুরগাছ। আচার্য জগদীশ বসু আমাদের কাছে সেই কত বছর আগে প্রমাণ করেছেন— উদ্ভিদের দেহে প্রাণ আছে। কিন্তু— গাছ কি নিজে নড়াচড়া করতে পরে? হাটগোলকপুরের রফিক মিঞার ডোবার ধারের খেজুর গাছ পারে। এক্কেবারে ঘন্টায় ছ ইঞ্চি ওঠে, আবার ফিরতি ঘন্টায় নেমে আসে। গাছের এই নড়াচড়া প্রথম নজরে পড়ে সখিনা বিবির। সে ছিপ ফেলছিল গাছের গুঁড়িতে চেপে। গাছের মাথাটি ছিল জলে ছোঁয়া। হঠাৎ সে দেখে কিছু পরে মাথা জল থেকে জেগে উঠেছে আর পাতা থেকে ঝরছে জল। খবর চাউর হয়ে যায় আগুনের পারা। পাঁচ গ্রাম থেকে খেত জমির কাজ ফেলে লোক ছুটে আসে আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে দেখে। রফিক গাছের ধারে কড়াই চাপিয়ে ক'দিন হল চপ - বেগুনি ভাজছে আর বিস্তর টাকা কামাচ্ছে। একজন প্রস্তাব দিয়েছিল টিকিট করে দাও চার আনা; রফিক রাজি হয়নি। কারণ যে সরল ধর্মপ্রাণ মুসলমান। এসবই আল্লার কেরামতি। সবাই দেখুক। বেহেস্তের কি টিকিট হয়।

ইতিমধ্যে হাজার জনতার ভিড় দেখে গ্রামবাসী হিন্দু মুসলমান যুবকবৃন্দ নিজেরা স্বেচ্ছাসেবক হয়ে লাইন করে সুশৃঙ্খলভাবে লোক ঢোকাচ্ছে, আবার অন্য রাস্তা দিয়ে বার করে দিচ্ছে। গ্রামের দু'একজন কলেজ পড়ুয়া ছেলে ছোকরারা একে 'বুজরুকি' বলে প্রচার চালাচ্ছে বটে, কিন্তু তারা গাছের নড়াচড়ার কারণও দেখাতে পারেনি। স্থানীয় নেতা ও পঞ্চায়েত সদস্য দিলদার হোসেন— বৃক্ষটি পরিদর্শন করে বিস্মিত হয়েছেন, তবে তিনি রফিককে অনুরোধ করেছেন— কোনও অবাঞ্ছিত ঘটনা যেন না ঘটে। বিশেষত, অনেকেই এখন জমি - জিরেতের কাজ ছেড়ে পুকুর ধারে চা ও পান বিড়ি, ঘুগনি পাপড় ও ছোলাভাজার দোকান চাইছে এবং তা নিয়ে ছোটখাট বচসা ও সংঘর্ষ চলেছে। রফিক তাদের অনুমতি দেয়নি, সে বলেছে— 'বাস্তুভিটার মধ্যে আমি অন্যেরে ব্যবসা করতে দুবনি। করতে হয় তারা আমার ভিটার বাইরে করুক গা, আমার আপত্তি নি'।

আশ্চর্য এই বৃক্ষের সংবাদ পেয়ে শহর থেকে বিজ্ঞান মঞ্চের ছেলেরা এসেছিল; তারা মাটির নমুনা, জলের নমুনা ও বৃক্ষের উত্থান-পতনের চিত্র সংগ্রহ করে ফিরে গেছে। আজ মৌলবি বসিরুদ্দিন তৃতীয়বার বৃক্ষ পরিদর্শন পূর্বক, মাটির ডেলা সংগ্রহ করতঃ

মসজিদ প্রাঙ্গন থেকে ঘোষণা করবেন মাটির গুণাগুণ। পরবর্তী সংখ্যায় পাঠক সে ফলাফল জানাতে পারবেন। (চলবে)

টুকরো খবর

।। কীটদষ্ট প্রাণ।।

বেলবনির তারক জানার ষোলো বছরের মেয়ে পলি ফলিডল খেয়ে আত্মঘাতী হল। জামুরিয়া আদর্শ বিদ্যামন্দিরের দশম শ্রেণীর ছাত্রী এবার টেস্ট পরীক্ষায় ফেল করায় তার বাবা বকাবকি করে। অভিমানী মেয়ে চালের বাতায় গোঁজা ফলিডলের শিশি সবটা খেয়ে নেয়। সে একটি কাগজে লিখে গেছে— 'আমার মৃত্যু জন্য কেহ দাই নহে'।

।। পাম্প চুরি করল কে? ।।

হাটগোলকপুরের আরিফ মিঞার ধান খেতের পাশের চালা থেকে ক'দিন আগে পাম্পটি চুরি হয়ে গেছে। গরিব কৃষক লোনের টাকায় এটি কিনে একটু উন্নতির মুখ দেখছিল। শিরে বজ্রাঘাত। সে তারই চাচাতো ভাই তারিফকে সন্দেহ করে। কিন্তু তারিফ জানায় সেই রাতে সে ছিল তার মেয়ের বাড়ি, পাঁচ কোশ দূরে আমনপুরে।

।। স্বাস্থ্য চাই।।

গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র চালু করতে হবে— এই দাবিতে গত পরশু পঞ্চায়েত অফিস ঘেরাও করল ডেমুরিয়ার গ্রামবাসী। তারা হ্যাজাক জ্বেলে একজোট হয়ে এসেছিল, সদস্যদের পেচ্ছাপ করতে খেতেও দেয়নি। শোনা যায় কেউ কেউ অফিসেই ঘরের মধ্যে বেগ সামলাতে না পেরে কম্মটি সারতে বাধ্য হন। প্রদান, শ্রী হরিপদ পাল তাঁদের দাবি সঙ্গত মনে করেন এবং তিনি এবং ব্যাপারে যতদূর সম্ভব ব্যবস্থা নেবেন আশ্বাস দিলে ঘেরাও তোলা হয়।

।। চিঠি পত্র ।।

১. প্রিয় সম্পাদক মহাশয়,

আপনার বহুল প্রচারিত কাগজ মরফৎ জানাতে চাই যে আমি একজন হতদরিদ্র প্রাথমিক শিক্ষক। ষোলো বছর যাবৎ দেশ ও দশের সেবা কাজ পর আজও পেন্‌সন পাই না। আমাদের দশা দেখে সরকারী বাবুদের, রাজনৈতিক নেতাদের কারু কোন দায় হয় না। ছেলে দু'টি বেকার, মেয়ের বিয়ে কোনক্রমে দিয়েছি। কিন্তু দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি আগুনের শিখার মত। এমতাবস্থায় সংসার প্রতিপালনে অক্ষম।

দয়াপূর্বক পত্রটি প্রকাশ করবেন।

সীতাংশ মাইতি
গ্রাম - বেলবনি
থানা - ডেবরা

২. প্রীতিভাজন সম্পাদক সমীপেষু,

গত সংখ্যার 'প্রকাশিকা'য় আপনার 'সম্পাদকীয়' পাঠ করে আমার দৃষ্টি খুলে গেছে। আপনি ঠিকই লিখেছেন— ''ভোগবাদের ধূম্রজালে আজ আমাদের বিবেক আচ্ছন্ন।'' কিন্তু এর প্রতিকার কোথায়? এ ব্যাপারে আরো আলোচলা চাই।

নিবেদন
রনেন্দ্রকৃষ্ণ সাহা
গ্রাম - জামুরিয়া, তানা - বেদলা

৩. 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' সম্পাদক সমীপে—

প্রিয় মহাশয়,

বারবার আবেদন নিবেদন সত্ত্বেও আমাদের গ্রামে বিদ্যুৎ এল না। পাশের গ্রামে টিভি চলছে, পাম্প চলছে, দো - ফসলি চাষ হচ্ছে— আর আমরা কতদিন হাত কামড়াব? সন্ধ্যার পর একবার এই গ্রাম ঘুরে যান— ছেলে ছোকরারা লম্ফ জ্বেলে তাস পিটছে, জুয়া খেলছে, নেশা করছে। বিদ্যুৎ এলে এ চিত্র বদলে যাবে বলে মনে করি। সরকার মুখে বড় বড় কথা বলেন; নেতারা বস্তা বস্তা প্রতিশ্রুতি দেন; কাজের বেলা 'অষ্টরম্ভা'। আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরে। আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে গ্রামে অবশ্য অবশ্য চাই— স্বাস্থ্যকেন্দ্র, প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বিদ্যুৎ সংযোগ। নইলে আমরা যুবকবৃন্দ এবার ভোট বয়কট করব স্থির করেছি।

ইতি—
বিনয় কুমার পাল
গ্রাম - নোনাচাপড়া
থানা - ডেবরা

[সম্পাদকীয়]

গত সংখ্যার 'সম্পাদকীয়' পাঠ করিয়া অন্ততঃ ত্রিশ ব্যক্তি পত্র পাঠাইয়াছেন। স্থানাভাবে আমরা একটিমাত্র ছাপিলাম। পাঠকবর্গ দিনদিন সচেতন ও জাগ্রত বিবেক হইতেছেন দেখিয়া ভরসা হয়। আজ সমগ্র বিশ্বে ইহারই অভাব। পরমুখাপেক্ষী না হইয়া আপন আপন বিবেকের আহ্বান শ্রবণ পূর্বক প্রতিবাদী হউন। কোন দল, উপদল বা নেতৃববর্গের পক্ষপুটে আপন মূল্যবান মস্তক গচ্ছিত রাখিবেন না; দেখিবেন জনগণবিবেক ও প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর ও শুনিলে উহারা দলবল শৃগালের মতো পলায়ন করিবে। কবি বলিয়াছেন— 'মানুষ আমরা নহি তো মেষ'। হায়, আজ মানুষ কই, মনুষ্যত্ব পিঞ্জরবন্দী, আমরা মেষ ব্যতীত আর কি! আশা করি আমাদের কীটদষ্ট বিবেক ও মেষত্ব ঘুচিয়ে যাইবে। তা নহিলে প্রকাশিকা কেন? নমস্কার লউন।